পিকেএসএফ পরিক্রমা

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিঃ ◤ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ৮৮০-২-৮১৮১৬৬৪-৬৯ ৮৮০-২-৮১৮১৬৭৮

pksf@pksf.org.bd www.pksf.org.bd facebook.com/pksf.org

লবণাক্ততাপ্রবণ খুলনায় আরো একটি সুপেয় পানির প্ল্যান্ট স্থাপন

২৭ জুলাই ২০২২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংরক্ষিত নারী আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এবং পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় একটি সুপেয় পানির প্ল্যান্ট উদ্বোধন করেন। পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় এ সুপেয় পানির প্ল্যান্টটি স্থাপন করা হয়।

উপকূলীয় এলাকায় সুপেয় পানির অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে পিকেএসএফ এ পর্যন্ত ৭০টি পানির প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। ইতোমধ্যে, পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ ১৩টি রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে।

পানির প্ল্যান্টটি উদ্বোধনকালে ড. নমিতা হালদার এনডিসি উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সুপেয় পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে পিকেএসএফ-এর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। এ সময় কয়রা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। এর আগে পিপিইপিপি প্রকল্পের মাঠ কার্যক্রমের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শনে গত ২৭-২৮ জুলাই ২০২২ তারিখে ড. হালদার খুলনা ও বাগেরহাট জেলা পরিদর্শন করেন। এ সফরে পিপিইপিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক-সহ পিকেএসএফ-এর কয়েকজন কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সফরসঙ্গী ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কৃষিজ ও অকৃষিজ কার্যক্রম পরিদর্শন করে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

নতুন মৎস্য প্রযুক্তি ছড়িয়ে দিতে BFRI-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

মৎস্যখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ২৩ আগস্ট ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করা হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। পিকেএসএফ-এর সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ এবং বিএফআরআই-এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এর আওতায় BFRI উদ্ভাবিত নতুন মৎস্য প্রযুক্তিসমূহ পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাছ চাষী সদস্যদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এছাড়াও, BFRI পিকেএসএফকে সামুদ্রিক অর্থনীতি অন্বেষণে সহায়তা করবে, প্রাসঙ্গিক জ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত তথ্য প্রচার করবে এবং পিকেএসএফ পর্যায়ের মৎস্য বিষয়ক কর্মকর্তাদের ও সহযোগী সংস্থার মৎস্য কর্মকর্তা ও মাছ চাষী সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এ লক্ষ্যে, পিকেএসএফ মাঠ পর্যায়ে মৎস্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিএফআরআই'কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

IRMP প্রকল্পের আওতায় 'সাইক্লোন সুরক্ষা সেবা' বিষয়ক নাটিকা প্রদর্শন

৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে The Project for Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP) প্রকল্পের আওতায় 'সাইক্লোন সুরক্ষা' সেবার ওপর একটি নাটিকা প্রদর্শন করা হয়। Japan International Cooperation Agency (JICA)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সাইক্লোন সুরক্ষা সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণে সচেতনতামূলক উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে নাটিকাটি প্রস্তুত করা হয়। এতে সাইক্লোন সুরক্ষা সেবার লক্ষ্য ও সেবাসমূহ চিত্রায়িত হয়েছে। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি, সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান ও ড. তাপস কুমার বিশ্বাস এবং জনাব মুহম্মদ হাসান খালেদ, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প পরিচালক- IRMP, উক্ত ভিডিও প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে ১১ আগস্ট ২০২২ তারিখে একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করে পিকেএসএফ। এসময় বক্তারা বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তি ও কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা, মানবিকতা ও পরার্থপরতার ওপর আলোকপাত করেন তারা।

ওয়েবিনারে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়্যারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি।

রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞার কথা স্মরণ করে ওয়েবিনারের মুখ্য আলোচক ড. মশিউর রহমান বলেন, একটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশের নেতা হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কূটনৈতিক আলোচনায় অসামান্য সাহস দেখিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। সে সময় তিনি দেখেছেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় তাঁর কর্মীদলের অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণকে গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করতেন।

১৩ নভেম্বর পিকেএসএফ দিবস

কর্মসৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত উন্নয়ন প্রয়াস চিহ্নিতকরণ ও তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালের ১৩ নভেম্বর তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি পিকেএসএফ গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এর মাধ্যমে দেশে দারিদ্র্য নিরসনে চলমান কার্যক্রমে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৩ নভেম্বরকে 'পিকেএসএফ দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আগামী ১৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখ রবিবার "কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি)"-মিলনায়তনে 'পিকেএসএফ দিবস' উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়েছে। আপনার অংশগ্রহণ এ দিবসটিকে আরো তাৎপর্যমণ্ডিত করবে।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন যে, দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন। তিনি একই সাথে বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি নিশ্চিতের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। ড. কিউ কে আহমদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার কল্যাণ রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের ব্যক্তি ও পেশাজীবনে বঙ্গবন্ধুর মানবকেন্দ্রিক দর্শনকে সমুন্নত রাখতে হবে।

ওয়েবিনারে আরো বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্য আকতারী মমতাজ (সাবেক সচিব), নাজনীন সুলতানা (সাবেক ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক) ও ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও এবং পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো: জসীম উদ্দিন।

জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালনে বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ ১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে ঢাকার ধানমন্ডিতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে পিকেএসএফ আয়োজিত অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিলো পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের কালো ব্যাজ পরিধান, ১৪ আগস্ট জোহরের নামাজের পর পিকেএসএফ মসজিদে দোয়া মাহফিল আয়োজন এবং স্থানীয় একটি এতিমখানায় খাবার বিতরণ।

RMTP প্রকল্প : প্রায় ৫ লক্ষ উদ্যোক্তা পাচ্ছেন আর্থিক, কারিগরি ও বিপণন সহায়তা

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি নির্বাচিত উচ্চ মূল্যমানের কৃষি পণ্যের ভ্যালু চেইনের সাথে সম্পৃক্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, উদ্যোক্তা, এবং অন্যান্য বাজার সংশ্লিষ্টদের আয়, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে আরএমটিপি প্রকল্প কাজ করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তুলনামূলক উৎপাদন সুবিধা, বাজার চাহিদা ও প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনা রয়েছে এমন কৃষি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Block Chain, Crowd Funding Platform ইত্যাদি বিষয়ক নতুন নতুন প্রযুক্তি/পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা দেয়া হবে।

বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ৪৬টি ভ্যালুচেইন উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ তিনটি খাতের বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৬৩,৬৮৮ জন উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন।

ইতোমধ্যে, প্রাণিসম্পদ খাত উন্নয়নে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪৮টি ভ্যাকসিন হাব স্থাপন, ৪৩,২৩০ জন খামার যান্ত্রিকীকরণের যন্ত্রাংশ ক্রয় করেছেন, পুষ্টি; খাদ্য ও পরিবেশ বিষয়ে ৯১,৭৫৯ জন সদস্য ওরিয়েন্টেশন পেয়েছেন। তাছাড়াও, ১৮০টি ঘাসের ডিলার পয়েন্ট স্থাপন, এবং ২৬,২৬০ সদস্যের জন্য বাজার সংযোগ স্থাপন, এবং ৭৮৫ জন এলএসপি উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে। এ খাতের অধীনে বগুড়ায় গাক কর্তৃক পরিচালিত দেশীয় মুরগির মাংস নিরাপদ উপায়ে প্রসেসিং ও বাজারজাতকরণ করা হচ্ছে। নিরাপদে গবাদিপ্রাণী পরিবহনে দ্বিতল পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে, উদ্যোক্তারা এখন স্বল্প খরচে একই ট্রাকে গরু, ছাগল, ভেড়া ও গাড়ল পরিবহন করতে পারছেন।

উচ্চ মূল্যমানের ফল ও ফসলের জাত সম্প্রসারণের জন্য ১০টি সংস্থা কর্তৃক ১১টি উচ্চ মূল্যের ফল-ফসলের (কফি, কাজুবাদাম, গোল মরিচ, লেবু, আম, লাল পেয়ারা, শরিয়া, পমেলো, রাম্বুটান, মাল্টা, কলা) ৪০৫৮০টি চারা বিতরণের মাধ্যমে ১৪টি উপজেলাতে ৫৬৭টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। মৎস্য খাতের উন্নয়নের জন্য ০৭টি উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে সহযোগী সংস্থার কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

গবাদিপ্রাণির হোটেল: খামারী ও ব্যাপারীদের এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল

সমগ্র দেশব্যাপী কমবেশি ১৪৮টির মতো গবাদিপ্রাণির হাট রয়েছে। এই হাটগুলো সপ্তাহে দু-দিন বসলেও, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যাপারীরা গবাদিপ্রাণী ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হাটগুলোকে সাত দিনই কর্মমুখর রাখেন। অবিক্রিত গবাদিপ্রাণী হাটের পাশে অস্থায়ীভাবে তৈরি করা শেডে, বা খোলা আকাশের নিচে বেঁধে রেখে ব্যাপারীরা এদের আশেপাশে অথবা নিকটস্থ বিভিন্ন মানুষের বাড়িতে দুই-এক দিন অবস্থান করেন। যেখানে ব্যাপারীদের ন্যূনতম হোটেল ব্যবস্থাপনা নেই, সেখানে গবাদি প্রাণির জন্য হোটেল অকল্পনীয়!

এ বিষয়টিকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার মাস্টার শহিদুল ইসলাম। তিনি নিজে ২০ বছর ধরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গরু সংগ্রহ করে সিলেট, চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সরবরাহ করে থাকেন। এ ব্যবসা করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন গবাদিপ্রাণী সংগ্রহ করে রাখা, প্রাণী খাদ্য, এবং ব্যাপারীদের খাবারের জন্য জায়গা ও ব্যবস্থাপনা পাওয়া যায় না।

এ সকল সমস্যা বিবেচনা করে তিনি গবাদিপ্রাণী ও ব্যাপারীদের একই স্থানে উত্তম পরিবেশে রাখার লক্ষ্যে ২০২০ সালে প্রথম 'প্রাণী হোটেল' করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু তার হোটেলে আধুনিক সুযোগ সুবিধা না থাকায় ব্যাপারীরা শুরুর দিকে তেমন সাড়া দেননি। এ কাজকে বেগবান করার জন্য পিকেএসএফ ও ইফাদ-এর অর্থায়নে পরিচালিত আরএমটিপি প্রকল্পের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা এনডিপি হোটেলটির আধুনিকায়ন করতে গবাদিপ্রাণীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদের বসার জায়গা, প্রাণিজ খাদ্য, ওজন মাপার মেশিন, পয়:নিষ্কাশন সুবিধা, আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থাপনা, গরম হ্রাসের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সহায়তা প্রদান করে আসছে। ফলে, এখন একই স্থানে গবাদিপ্রাণী ও ব্যাপারীরা অনেক ধরনের সেবা পাচ্ছেন।

কামারখন্দ উপজেলার বড়ধুল হাটের কাছে স্থাপিত ২০০টি গরু রাখার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন এ হোটেলে বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ১৫০টি গরু এবং ১০জন ব্যাপারী থাকেন। এ হোটেলে একটি গরুর থাকা খাওয়ার জন্য ৫০টাকা এবং ব্যাপারীর নিজের থাকা বাবদ ১৫০ টাকা পরিশোধ করতে হয়। হোটেল থেকে তার দৈনিক আয় প্রায় ৯,০০০ টাকা। এখান থেকে দৈনিক ব্যাপারীরা গড়ে প্রায় ১৬০টি গরু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রির উদ্দেশ্যে পাঠান। হোটেলের কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য শহিদুল আরও জমি খুঁজছেন ।

নিম্ন-আয়ের মানুষের জন্য নতুনভাবে আসছে আবাসন ঋণ প্রকল্প

নিম্ন-আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ একটি নতুন প্রকল্প চালু করতে যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটির নাম 'নিম্ন-আয়ের মানুষের জন্য আবাসন ঋণ' প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ২৫০-মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প হতে বাংলাদেশের ৯৭,০৩২ পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এ লক্ষ্যে, বিশ্বব্যাংকের লিড সোশ্যাল ডিভেলাপমেন্ট স্পেশালিস্ট Anna O'Donnell এবং সিনিয়র সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট সাবাহ মঈনের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল ২২ আগস্ট ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এর সাথে দেখা করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ এবং মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান।

পিকেএসএফ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, বিশ্বব্যাংক-এর অর্থায়নে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে বসবাসরত স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য লো-ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট (LICHSP) বাস্তবায়ন করছে। টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্পটিকে প্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করে ড. হালদার বলেন, এ ধরনের হস্তক্ষেপ বিশ্বব্যাংকের লক্ষ্যের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে LICHSP প্রকল্পের পরিকল্পিত দ্বিতীয় পর্ব বাস্তবায়নেও বিশ্বব্যাংক পিকেএসএফ-এর পাশে থাকবে।

বৈঠকে বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে যে তারা শীঘ্রই LICHSP ফেজ-২-এর জন্য পিকেএসএফ-এর অর্থায়নের অনুরোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। Housing Loan for Low-Income People (HLILP) শিরোনামের নতুন এই প্রকল্প নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য আবাসন ক্ষুদ্রঋণের সুযোগকে আরও বিস্তৃত করবে।

আবাসন ঋণ: ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ

পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে "আবাসন ঋণ" শীর্ষক কর্মসূচি বিগত ১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ হতে বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে কর্মসূচিটি ১৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ২৪টি জেলার ৫১টি উপজেলায় ১১৮টি শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য ৩১ আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ৭১৫৩ জন সদস্যকে সর্বমোট ১৬৪৮.৪০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ ঋণ কর্মসূচিটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩২০ মিলিয়ন টাকার বাজেট প্রাক্কলন করা হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড করতে উদ্যোগ গ্রহণ

পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে 'Digitalization for Inclusive Growth and Development' শীর্ষক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন শাখা ও প্রকল্পের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্যানেল লিডার ও RAISE প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় জানানো হয়, সরকারের ডিজিটালাইজেশন ভিশন এবং Inclusive Financing Strategy ২০২২-২৬-এর বাস্তবতায় Digital Financing এখন সময়ের দাবি। এর ফলে, ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে সংস্থাগুলোর পরিচালন ব্যয় একদিকে যেমন কমে আসবে, অন্যদিকে স্বয়ংক্রিয় ও সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় Big Data Analysis-এর মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রমের গতি-প্রকৃতির ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট নীতি ও কৌশল আরো কার্যকরভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি, Psychometric profiling-এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহণে আগ্রহীদের creditworthiness ও entrepreneurial ability নিরূপণেও এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। একই সাথে, Case Management System প্রণয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ ও অর্থায়ন কার্যক্রমের real-time monitoring সম্ভব হবে এবং GPS-based monitoring-এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাদের বাস্তব অবস্থা আরো সুনির্দিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। প্রস্তাবিত ডিজিটালাইজেশনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হলে তা ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করবে, যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পূরণে সহায়ক হবে বলেও সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

গবেষণা: LRL কার্যক্রমের সহায়তায় ঘুরে দাঁড়াচ্ছে মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্তরা

কোভিড-১৯ মহামারি অর্থনীতি, শিক্ষা, খাদ্যগ্রহণ, কর্মসংস্থানসহ উন্নয়নের সকল পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দেশব্যাপী লকডাউন ও বিধিনিষেধের কারণে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে আয় কমে যাওয়াসহ বিভিন্ন কার্যক্রম মন্থর বা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পিকেএসএফ ৭৫০ কোটি টাকা পায়। এর সাথে নিজস্ব তহবিল হতে আরও ১০০ কোটি টাকা যোগ করে পিকেএসএফ Livelihood Restoration Loan (LRL) শীর্ষক ঋণ কার্যক্রম শুরু করে।

LRL ঋণগ্রহীতাদের ক্ষতির চিত্র ও ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, মহামারিকালে ক্ষতিগ্রস্ত নমুনা খানাসমূহের গড় আয় ২৯,৯৫৪ টাকা থেকে কমে ১৪,৯৬৮ টাকা হয়। তবে, LRL থেকে প্রাপ্ত অর্থ সহায়তার সঠিক ব্যবহারের কারণে মহামারির পর তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭,২৬৮ টাকায়।

মহামারিকালে খাদ্যগ্রহণ প্রভাবিত হয় আয় হ্রাস পাবার কারণে। মহামারির পূর্বে নমুনা খানাসমূহের প্রায় ৯৭ শতাংশ প্রয়োজনীয় খাদ্য সংস্থান করতে পারতো; এই হার মহামারিকালে দাঁড়ায় ৩৪ শতাংশে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, লকডাউন/বিধিনিষেধের কারণে খাদ্যের জন্য ব্যয় নির্বাহে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মহামারি-পরবর্তীকালে আয় বাড়তে শুরু করলে খানাসমূহের খাদ্য ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতাও বাড়তে

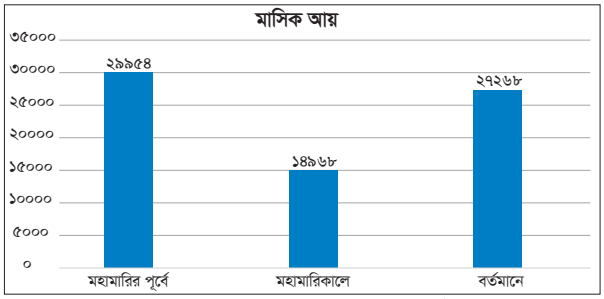

চিত্র : নমুনা খানাসমূহের মাসিক আয়ের পরিবর্তন

থাকে, যার ফলে খাদ্য-ব্যয়নির্বাহে সক্ষম LRL ঋণগ্রহীতা খানার হার বেড়ে প্রায় ৮১ শতাংশে দাঁড়ায়।

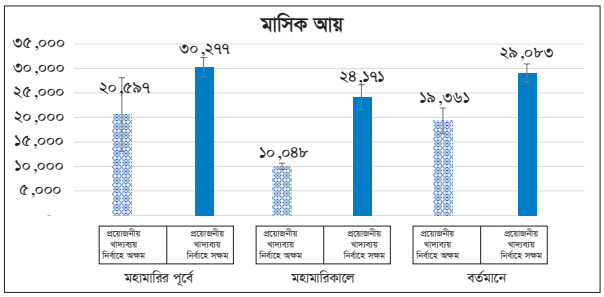

চিত্র : নমুনা খানাসমূহের আয় অনুযায়ী খাদ্য ব্যয়নির্বাহের সামর্থ্য

বানভাসি মানুষের স্বপ্ন নিয়ে বন্যায় জেগে আছে উঁচুকৃত বসতভিটা

লালমনিরহাট, নীলফামারি, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলার বানভাসি মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। বন্যাকবলিত এ সকল এলাকার মানুষ যেখানে প্রতি বছর বন্যায় গৃহহীন হয়ে আশ্রয় নিতো উঁচু বাঁধ কিংবা স্থানীয় কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে, আজ তারা বন্যাকালীন নিজ বাড়িতে অবস্থানসহ নিরাপদ ও সুপেয় পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে। আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ECCCP-Flood প্রকল্পটির অধীনে মোট ৬,৪৭০টি বসতভিটা উঁচু করা হয়। এসব বসতভিটার কোনোটিই ২০২২ সালের বন্যায় প্লাবিত হয়নি। উপরন্তু, এ সকল উঁচু বসতভিটায় পার্শ্ববর্তী এলাকার অনেকেই তাদের পরিবার পরিজন এবং গবাদিপ্রাণী নিয়ে আশ্রয় নেয়। উঁচুকৃত বসতভিটাগুলো শুধু আশ্রয়ই নয় বরং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া উঁচুকৃত এ সকল বসতভিটায় সার্বক্ষণিক সুপেয় নিরাপদ পানি ও জলবায়ু-সহিষ্ণু স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে। পাশাপাশি, প্রকল্প অংশগ্রহণকারীগণ উঁচুকৃত বসতভিটার আঙিনায় নিরাপদ সবজি, বীজতলা তৈরি এবং মাচা পদ্ধতিতে ভেড়া/ছাগল পালন করে যাচ্ছেন, যা বন্যাপ্রবণ জনগোষ্ঠীর জীবিকায়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

ECCCP-Flood প্রকল্পের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দলের সদস্যগণ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ ২২ জুন ও ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কিত শিক্ষণ ও ভালো অনুশীলনগুলো নিজেদের মধ্যে বিনিময়ের লক্ষ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর করেন। গাইবান্ধার ফুলছড়ি, জামালপুরের ইসলামপুর এবং কুড়িগ্রামের রৌমারী ও চিলমারী উপজেলায় আয়োজিত অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দলের ১২০ জন সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের ৪০ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন। পৃথকভাবে আয়োজিত অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দলের সদস্যগণ প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত বসতভিটা উঁচুকরণ, অগভীর নলকূপ ও ল্যাট্রিন স্থাপন, মাচায় ছাগল পালন, বন্যা-সহনশীল ফসল উৎপাদন, উঁচুকৃত বসতভিটার আঙিনায় সবজি চাষ ও বীজতলা তৈরি, উচ্চফলনশীল ফসল উৎপাদন এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দলের কার্যক্রম ইত্যাদি পরিদর্শন করেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি: ৬০ হাজার মানুষ পেল বিনামূল্যে ডায়াবেটিস সেবা

পিকেএসএফ-এর একটি মানবকেন্দ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি হলো 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)'। বর্তমানে দেশের ৬২টি জেলার ১৬২টি উপজেলার ১৯৮টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় পিকেএসএফ-এর ১১১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১৩.৩৬ লক্ষ খানার প্রায় ৬০.৩০ লক্ষ সদস্যকে ২০টির অধিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন রকম সেবা-পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা সহায়তা, আর্থিক সহায়তাসহ ২০টির অধিক কার্যক্রম নিয়ে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-তে বিধৃত মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের মূল ধারণা এই কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় কর্মসূচিভুক্ত ১৯৮টি ইউনিয়নের বাসিন্দাদের জন্য মাসব্যাপী 'বিনামূল্যে ডায়াবেটিস পরীক্ষা ক্যাম্প' আয়োজন করা হয়। এসব ক্যাম্পে প্রায় ৬০,০০০ মানুষকে বিনামূল্যে ডায়াবেটিস সেবা প্রদান করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় প্রাপ্ত অর্থ সহায়তা অতিদরিদ্র পরিবারের নারী-প্রধান বা প্রতিবন্ধী সদস্যদের সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়তার মাধ্যমে আশার আলো দেখাচ্ছে। এ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীপ্রধান বা প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছে এমন পরিবারসমূহ ২ বছরে সর্বোচ্চ ২৪,০০০ টাকা সঞ্চয়ের সুযোগ পাচ্ছে। এসকল সঞ্চয়ী সদস্যদের মেয়াদ পূর্তিতে তাদের জমানো সঞ্চয়ের সমপরিমাণ অর্থ কর্মসূচি হতে ম্যাচিং ফান্ড হিসেবে সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

এই কার্যক্রমের আওতায় চলতি অর্থবছরের ১৮৯ জন সদস্য মোট ৩৪.৭৬ লক্ষ টাকা তাদের ব্যাংক হিসাবে জমা করেছেন। পিকেএসএফ থেকে এসময়ে ২৪ জন বিশেষ সঞ্চয়ীকে সফলভাবে মেয়াদপূর্ণ করায় ম্যাচিং অনুদান হিসেবে প্রায় দুই লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

'আগে আমার ঘরে ফ্যান ছিল না, এখন গোয়ালঘরেও ফ্যান আছে'

পিকেএসএফ পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেছে বলে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। ঋণ সমিতিতে ভর্তির সময় তাদের সবার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। তাদের তিনবেলা পেট ভরে খাওয়ার নিশ্চয়তা ছিল না। পিকেএসএফ থেকে ঋণ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উৎপাদনশীল এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে সদস্যদের খাবার যোগান নিয়ে অনিশ্চয়তা কেটেছে। বর্তমানে তিনবেলা পেট পুরে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে পারছেন। প্রতি সপ্তাহে ন্যূনতম একদিন মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি সদস্যদের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নব্বই দশকে পিকেএসএফ-এর এ কার্যক্রমের আওতায় যে সকল সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে জানার জন্য ২০২২ সালের আগস্ট মাসে সংক্ষিপ্ত আকারে এই স্টাডিটি পরিচালিত হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ড. তাপস কুমার বিশ্বাস স্টাডিটি পরিচালনা করেন। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার 'জাকস ফাউন্ডেশন' কর্তৃক জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলোর ভীমপুর গ্রামে পরিচালিত 'গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ' কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯৬ সালে সদস্য হওয়া সাত জন নারী সদস্যের সাথে দলীয় আলোচনার (এফজিডি) মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়। সদস্যদের বর্তমান বয়স ৫৫ থেকে ৭২ বছরের মধ্যে। সদস্যরা সে সময় মাত্র দুই টাকা সঞ্চয় জমা দিয়ে সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং প্রথম দফায় গৃহীত ঋণের পরিমাণ ছিল ৫০০ টাকা। দীর্ঘ সময় পরিক্রমায় তারা বিভিন্ন প্রয়োজনে একাধিকবার ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে 'জাগরণ' ও 'অগ্রসর' কর্মসূচির আওতায় ৭০-৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করেছেন।

আর্থিক অবস্থার উন্নতির প্রেক্ষিতে অনেক সদস্য জমি কিনে পাকা বাড়ি তৈরি করেছেন। বর্তমানে বেশিরভাগ সদস্যের ঘরে ইলেকট্রিক মোটর-এর মাধ্যমে নলকূপ থেকে পানি তুলে পাইপের সাহায্যে ঘরে এবং টয়লেটে সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রায় সকল সদস্যের ঘরেই আধুনিক সুযোগ সুবিধাসমূহ যেমন- টিভি, ফ্রিজ, বৈদ্যুতিক পাখা, আসবাবপত্র, স্মার্ট ফোন ইত্যাদি রয়েছে। সদস্যদের সাথে আলাপকালে জানা যায় পূর্বে যেখানে মানুষের বসবাসের ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না, বর্তমানে সেখানে গবাদিপ্রাণীর ঘরেও বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা রয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও অ-আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত 'জাকস ফাউন্ডেশন' হতে ঋণ নিয়ে সদস্যরা বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম যেমন- রিক্সা ক্রয়, ভ্যান ক্রয়, গবাদিপশু পালন, মৎস্য চাষ, জমি ক্রয়, ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করেছেন। ফলে তাদের আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তৃণমূলে বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শনে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ১-৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে চট্টগ্রামে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা অপকা, ইপসা এবং আইডিএফ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ।

৩০ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ চুয়াডাঙ্গা ও যশোর জেলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন এবং রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. মোঃ আবদুল মুঈদ ২৫-২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা শতফুল বাংলাদেশ, শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা ও প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি-র বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তার সাথে ছিলেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। তারা ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে রাজশাহী জেলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা শতফুল বাংলাদেশ-এর প্রধান কার্যালয়ে সংস্থাটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন।

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে রাজশাহীর সহযোগী সংস্থা শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা-র ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এরপর, চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি-র কার্যালয়ে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ড. আহমদ তরুণ সমাজকে মূল্যবোধ, নৈতিকতা, পরার্থপরতা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এরপর, প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি কর্তৃক বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়ন নেজামপুর-এর টিকইল গ্রামে পৌঁছে আলপনা গ্রাম ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় 'সোনালী টি স্টল' পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি, PACE প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন কর্মসূচি দেখেন। প্রয়াস ফোক থিয়েটার ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং রেডিও মহানন্দায় সরাসরি সম্প্রচারিত এক অনুষ্ঠানেও অংশ নেন তিনি।

সাড়ে চার হাজারেরও বেশি প্রবীণ পেলেন পরিপোষক ভাতা

পিকেএসএফ-এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ প্রান্তিকে ১৮৯ জন সদস্যের মাঝে প্রায় ৬৭ লাখ টাকা আয়বর্ধনমূলক ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়।

এ সময়ে পরিপোষক ভাতা হিসেবে ৪,৬৭১ জন প্রবীণ সদস্যকে ২৩.৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

এছাড়া, কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের প্রবীণদের নিয়ে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যা স্থানীয় প্রবীণদের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রারম্ভিক তহবিল ঋণ দিচ্ছে PACE প্রকল্প

PACE প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন, উপখাত-ভিত্তিক ভ্যালু চেইন উন্নয়নের পাশাপাশি, স্বাস্থ্যসম্মত গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোগে শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে ই-কমার্স সেবা সম্প্রসারণে কাজ করা হচ্ছে। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষি উপখাতে ৪২টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এগুলোর মাধ্যমে ২২১,৩৮৪ জন উদ্যোক্তা এবং উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন।

কর্মশালা: PACE প্রকল্পের আওতায় নতুন উদ্যোগ শুরু করতে আগ্রহী তরুণদের জন্য 'প্রারম্ভিক তহবিল ঋণ' এবং চলমান ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণে মূলধনী সরঞ্জামাদি অর্জনে 'ইজারা অর্থায়ন' নামে দুটি আর্থিক পণ্য পাইলটিং করা হচ্ছে। এ বিষয়ে পিকেএসএফ-এর অনুমোদিত নীতিমালার ওপর ২১টি সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ সময়ে শরীয়তপুর, ভোলা, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত ৫টি অবহিতকরণ কর্মশালায় সহযোগী সংস্থাসমূহের ১৭০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

IFAD Supervision Mission: ২১ আগস্ট-১ সেপ্টেম্বর ২০২২ দেওয়ান এ এইচ আলমগীরের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের ইফাদ সুপারভিশন মিশন PACE প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে। মিশনটি ভোলা জেলায় প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে। ৩০ আগস্ট ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সভাপতিত্বে মিশনের pre-wrap-up সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিশন প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার পাশাপাশি প্রকল্পের সফলতা, উদ্ভাবন ও শিখন সঠিকভাবে ডকুমেন্টশন করার পরামর্শ প্রদান করে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রকল্প ব্যবস্থাপনা) মফিজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে মিশনের wrap-up সভা ১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

পুকুরে গলদা চিংড়ি: চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে অন্যতম সমস্যা হলো গলদা চিংড়ির পিএল বা পোস্ট লার্ভির সংকট। এ সংকট মোকাবিলায় পুকুরে পিএল উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় পুকুরে গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদনের জন্য PACE প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা 'সাস'-এর মাধ্যমে পরীক্ষামূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়। সম্প্রতি উদ্যোক্তা পর্যায়ে পুকুরে গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

সাফল্যের গল্প

জামদানি বুননে স্বপ্ন পূরণ

নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে এক দরিদ্র পরিবারের মেয়ে রিনা আক্তার। দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ করে বেড়ে ওঠা রিনা খুব অল্প বয়সে বাবাকে হারান। মাত্র ১০ বছর বয়সেই জ্যাঠাতো ভাইয়ের পরামর্শে জামদানি কারখানায় কাজ শুরু করেন তিনি। এর কয়েক বছর পরেই তার বিয়ে হয়। কিন্তু তার স্বামীর আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিল না। এ সময় রিনা আক্তার তার ভাইদের কাছে সাহায্য চাইলে তারা তাকে ফিরিয়ে দেয়। ভাইদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য না পেয়ে তিনি স্বামীর বাসায় ফিরে আসেন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য কোনো উপায় না থাকায় পুনরায় জামদানি কারখানায় কাজ শুরু করেন। কিন্তু অন্যের জামদানি কারখানায় রিনা আক্তারের এ কাজ তখন তার ভাইদের কাছে সম্মান হানিকর মনে হয়। তারা রিনাকে নিজেদের বোন হিসেবেও পরিচয় দেয় না।

আত্মীয় পরিজনের বিরূপ আচরণে থেমে যাননি রিনা। বরং অদম্য ইচ্ছাশক্তি নিয়ে এগিয়ে গেছেন তিনি। নিজের জমানো টাকা ও পিকেএসএফ-এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রকল্প (এসইপি) থেকে ঋণ নিয়ে ভূমিহীন রিনা রূপগঞ্জে বাড়িসহ একটি জায়গা কিনেন। সে বাড়িতে বসবাসের পাশাপাশি স্থাপন করেন জামদানি বুননের যন্ত্র। একে একে কয়েকটি জামদানি বুননের যন্ত্র স্থাপন করেন তিনি। নিজের স্বামীকেও শেখান জামদানি বোনার কাজ।

বর্তমানে রিনার জামদানি বুননের কাজে যুক্ত হয়েছেন তার স্বামীসহ আরও ৭ জন। রিনা আক্তার তার অদম্য মনোবল আর পরিশ্রমে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি অন্যান্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

তিনি মনে করেন, এ পেশায় টিকে থাকতে হলে অর্থের পাশাপাশি প্রয়োজন শিক্ষা ও প্রযুক্তি জ্ঞান। অনলাইন মার্কেটিংয়ের যুগে এসে ইন্টারনেট ব্যবহারের জ্ঞান না থাকায় রিনা আক্তারদের মতো উদ্যোক্তাদের পণ্য বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন মধ্যস্বত্বভোগীরা।

কৈশোর কর্মসূচির আওতায় ৭৪ হাজার কিশোর-কিশোরীর রক্তের গ্রুপ নির্ণয়

'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত কর্মসূচির আওতায় কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উন্নত মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলা এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। ৫৫টি জেলার ২১৭টি উপজেলায় ৬৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কৈশোর কর্মসূচির আওতায় জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ২,৩০৯টি ক্লাব গঠন করা হয়েছে। ক্লাবগুলোর সদস্য সংখ্যা ৭৪,৯৫২ জন। কর্মসূচির আওতায় ৪টি পরিসরে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে: (১) সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন, (২) নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন, (৩) পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা এবং (৪) সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড। এর মধ্যে জুন মাসে ২,৯২৪টি এবং কর্মসূচির শুরু থেকে এ যাবৎ ৫২,৫০৯টি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়েছে।

এছাড়া, ক্লাবসমূহে এ যাবৎ ১,৫৬৬টি পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ৮,০৩৯টি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। জুন মাসে ২,৩৩৯টি উঠান বৈঠক হয়েছে এবং ৪৩,৪৫৩ জন ক্লাব সদস্য ও অভিভাবক এ সকল উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন। কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা ১১টি বাল্যবিবাহ; ১১টি যৌতুক; ৩৯টি যৌন হয়রানি এবং নারী, শিশু ও প্রবীণ নির্যাতনের ঘটনা স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করার মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে কার্যকরী উদ্যোগ নিয়েছে।

এ পর্যন্ত ৭৪,৫৫৩ জন কিশোর-কিশোরীর রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন, ব্লাড সুগার মাত্রা ও রক্তচাপ নির্ণয়, বিএমআই পরিমাপ, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, শরীর চর্চা এবং বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শসহ নানাবিধ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, জুন ২০২২ সময়ে ১১,৩৩৮ জন কিশোরীকে স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান করা হয়েছে।

নিয়মিতভাবে এ সকল কার্যক্রমের বাইরেও সহযোগী সংস্থাসমূহ জুন-আগস্ট ২০২২ সময়ে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিশ্ব প্রবীণ নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালন, প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে করণীয় এবং মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা; মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, ইভটিজিং প্রতিরোধে অভিভাবক সমাবেশ; স্যানিটারি ন্যাপকিন ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ; রক্তের গ্রুপ ও রক্তচাপ নির্ণয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি।

৬ হাজার স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ করেছে BD Rural WASH প্রকল্প

মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্পের আওতায় বিগত মার্চ ২০২২ মাস থেকে প্রকল্প এলাকার মোট ৬৩৩ জন স্থানীয় উদ্যোক্তাকে শ্রেণিকক্ষে এবং মাঠ পর্যায়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তারপরও সংকট থাকায় সহযোগী সংস্থাসমূহ নিজেদের উদ্যোগে এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কারিগরি সহায়তায় One Branch One Dedicated LE শীর্ষক বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ প্রান্তিকে ৫৮টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে ২১টি সহযোগী সংস্থার মোট ৪৯২ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উক্ত প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তাদের সাথে শাখা ব্যবস্থাপকগণকেও অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে যেন তারা প্রকল্পের কারিগরি বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেন, মানব কল্যাণে প্রকল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন এবং প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে মনিটরিং করতে পারেন। প্রশিক্ষণটি আরো সহজ করার জন্য একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল নির্মাণ করা হয়েছে, যা সকল সহযোগী সংস্থাকে সরবরাহ করা হয়েছে। সম্প্রতি ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ এবং মোঃ আবদুল মতীন, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী, BD Rural WASH for HCD প্রকল্প, চট্টগ্রামে তিনটি সহযোগী সংস্থা - মমতা, ইয়ং পাওয়ার ইন স্যোশাল এ্যাকশান (ইপসা) এবং কোস্ট ফাউন্ডেশন - কর্তৃক আয়োজিত One Branch One Dedicated LE শীর্ষক বিশেষ প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন। তারা প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন।

প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ১,৫৭১টি নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় ৬,৩৬৮টি দুই গর্ত বিশিষ্ট টয়লেট নির্মিত হয়েছে।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন বিষয়ক সভা

পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট ০৫ জুলাই ও ৩০ আগস্ট ২০২২ তারিখে যথাক্রমে 'মাছ চাষের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন' এবং 'প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন ও রিসাইক্লিং কাজের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন' বিষয়ক পৃথক পরামর্শ সভার আয়োজন করে। পরামর্শ সভা দু'টিতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এবং সঞ্চালনা করেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি এবং মাছ চাষ ও প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদনের সাথে জড়িত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ।

বিশেষজ্ঞবৃন্দ উপস্থাপিত খসড়া গাইডলাইনের ওপর মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। এর ভিত্তিতে গাইডলাইনগুলো চূড়ান্ত করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট কর্তৃক মোট ১০টি পরিবেশগত গাইডলাইন (আম, কলা, নিরাপদ সবজি, লবণ ও শুঁটকি উৎপাদন, ইমিটেশন জুয়েলারি, তাঁত শিল্প, পাদুকা শিল্প, হস্তচালিত তাঁত শিল্প ও গবাদিপশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকাশিত হয়েছে।

PPEPP প্রকল্পের 'A++' স্কোর অর্জন

পিকেএসএফ-এর উন্নয়ন সহযোগী ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডিভেলাপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)-এর ২০২২ সালের বার্ষিক মূল্যায়নে পিপিইপিপি প্রকল্প 'A++' স্কোর অর্জন করেছে। চতুর্থ বছরে পদার্পণ করা প্রকল্পটি করোনাভাইরাস মহামারি, সাইক্লোন ইয়াস, বন্যা প্রভৃতি প্রতিকূলতার মধ্যেই এই স্কোর অর্জন করলো। মূল্যায়নে উল্লেখ করা হয়, পিপিইপিপি প্রকল্পের ফলে লক্ষ্যিত খানার খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। অতিদরিদ্র খানাগুলোতে উৎপাদনমুখী সম্পদের পরিমাণ ও দুর্যোগের প্রতি সহনশীলতা বেড়েছে। খানাগুলোর নবজাতক ও শিশুদের খাদ্যের গুণগত মানে অগ্রগতি লক্ষ করা গেছে।

আরবিএম বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা: পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় দ্বিতীয় ধাপের রেজাল্টস-বেইজড মনিটরিং (আরবিএম) বা ফলাফল-ভিত্তিক পরিবীক্ষণ পরিচালনার প্রস্তুতি হিসেবে পিকেএসএফ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ২০২২ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে অঞ্চল ভেদে ধারাবাহিক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে গাইবান্ধায় গত ৩০ আগস্ট ২০২২ থেকে ১ সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত তিন দিনের একটি আবাসিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে কর্ম এলাকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পিপিইপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী চারটি সহযোগী সংস্থাভুক্ত ১৭ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

প্রসপারিটি বাড়ি: পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় কর্ম এলাকাভুক্ত ১৪৫টি ইউনিয়নজুড়ে 'প্রসপারিটি বাড়ি' স্থাপন করা হচ্ছে। এ ধরনের মডেল খানায় ন্যূনতম ৭টি কৃষিজ ও অকৃষিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। 'প্রসপারিটি বাড়ি' কার্যক্রমের লক্ষ্য খানায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উপার্জনের উৎস বহুমুখীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র প্রতিহত করা। এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা অনুদান সহায়তার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা পেয়ে থাকেন।

প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভা: ২৩ আগস্ট ২০২২ তারিখে পিপিইপিপি প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি-এর ৪র্থ সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে অতিরিক্ত সচিব মফিজ উদ্দীন আহমেদ, যুগ্ম সচিব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি ও যুগ্ম সচিব নূর আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ, মহাব্যবস্থাপক ও পিপিইপিপি প্রকল্প পরিচালক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধূরী এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক তানভীর সুলতানা সভায় অংশ নেন।

কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পাশে RAISE প্রকল্প

দেশের শহর ও উপ-শহরাঞ্চলের ১.৭৫ লক্ষ কোভিড-১৯-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয়ের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ হতে পিকেএসএফ-এর Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) নামক প্রকল্পটি নির্বাচিত ৭০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। ৩১ আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ৬,০৬০ জন কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মধ্যে ৭১.৪৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়।

বিগত ২৫ জুলাই ২০২২ ও ২৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে মোঃ আবুল কাশেম, প্রকল্প সমন্বয়কারী ও মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম)-এর সভাপতিত্বে সহযোগী সংস্থাগুলোর সাথে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সমন্বয় সভায় RAISE প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী ও পরিষেবার সার্বিক বিষয় সম্পর্কিত ওরিয়েন্টেশন এবং কোভিড মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণের শর্তাবলী অনুসরণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

২০ হাজার তরুণের কর্মসংস্থান করেছে SEIP প্রকল্প

পিকেএসএফ Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের ৩টি ধাপের আওতায় সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মোট ২৯,৪৯৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে। তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন ২৭,৫৫০ জন এবং কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হয়েছেন ১৯,৬৯৫ জন (কর্মসংস্থানের হার ৭১.৪৯%)। প্রশিক্ষণ শেষ করে ২৭২ জন বিদেশে কর্মরত রয়েছেন।

০১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকল্পের আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন-এর কেয়ারগিভিং ট্রেড-এর ১ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। প্রতিষ্ঠানটি সর্বমোট ৬০ জনকে কেয়ারগিভার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করবে।

প্রতিবন্ধী তরুণদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: ০৬ জুলাই ২০২২ SEIP প্রকল্পের আওতায় Disabled Rehabilitation and Research Association (DRRA)-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে। DRRA সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা এলাকায় প্রতিবন্ধী তরুণদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে। ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি তাদের মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে যুক্ত প্রতিষ্ঠান CRP (Center for the Rehabilitation for the Paralysed) মানিকগঞ্জে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় দু'টি ব্যাচে ৪০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। তাদের মধ্যে ২১ জনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগে ৬৮২ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দিয়েছে SEP প্রকল্প

পিকেএসএফ বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)-এর মাধ্যমে কৃষি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট ব্যবসাগুচ্ছভুক্ত ক্ষুদ্র-উদ্যোগের ব্যবসাসমূহ পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ৬৪টি উপ-প্রকল্পে অর্থায়নের লক্ষ্যে আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে মোট ৬৮২.২০ কোটি টাকার 'অগ্রসর' ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা: ১ আগস্ট ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে শুরু হয় তিন দিনব্যাপী উপ-প্রকল্পের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা। এসইপি-এর আওতায় পরিচালিত ৬৪টি উপ-প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপকগণ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাগণ এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভার উদ্বোধন করেন ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ। সভায় প্রকল্প ব্যবস্থাপকগণ নিজ নিজ উপ-প্রকল্পের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। এসময় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের পক্ষ হতে প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

'SMART' প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক মিশন: পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সভাপতিত্বে ২২ আগস্ট ২০২২ তারিখে Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্পের প্রস্তুতি মিশনের সূচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। টাস্ক টিম লিডার উন জু এলিসন-এর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংকের ১৮ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এই প্রস্তুতি মিশন সম্পন্ন করে। মিশনের অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলটি সাতক্ষীরা জেলায় উন্নয়ন প্রচেষ্টা কর্তৃক বাস্তবায়িত দুগ্ধ খামার ও মৃৎশিল্প উপ-প্রকল্প, ঠাকুরগাঁও জেলায় ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়িত ফুল-গ্রেইন রাইস ও ইকো-ব্লক উৎপাদন উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এছাড়া, তারা গাক কর্তৃক বাস্তবায়িত যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জাম তৈরি উপ-প্রকল্প, জেআরডিএম কর্তৃক বাস্তবায়িত দেশীয় মুরগি পালন উপ-প্রকল্প, এবং দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত নিরাপদ তাঁতবস্ত্র উৎপাদনকারী উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে এসইপি প্রকল্প সমন্বয়কারী জহির উদ্দিন আহম্মদসহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ সঙ্গে ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দলটি প্রকল্পের সদস্য ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পরিদর্শন শেষে তারা প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং প্রকল্পের উত্তম চর্চাসমূহ আত্মীকরণের পরামর্শ প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণের সমাপনী: "Nudge থিওরি হলো এমন একটি তত্ত্ব যা একজন মানুষের চিন্তাভাবনা, পছন্দ বা আচরণ প্রভাবিত করে। যেখানে প্রচলিত যোগাযোগ পদ্ধতি কাজ করতে ব্যর্থ হয় সেখানে Nudge-এর ধারণা খুব কার্যকর, বিশেষ করে মানুষের আচরণের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে। কোনো উন্নয়নই টেকসই হয় না যদি মানুষের আচরণের পরিবর্তন না হয়," - এমনটাই বলছিলেন ফজলুল কাদের, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ। ২৩ জুন ২০২২ তারিখে 'Effective Communication for Behavioral Change' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণের সমাপনীতে তিনি এ কথা বলেন। ২২ জুন ২০২২ তারিখে প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী বক্তব্যে ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন, উন্নয়ন কর্মসূচিতে Nudge থিওরি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এসইপি প্রকল্প অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে। এখান থেকে প্রাপ্ত শিখন আগামী দিনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।

উদ্ভাবন

জনপ্রশাসনে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে বাৎসরিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক 'উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০২২-২৩ অর্থবছরের উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার জন্য ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৪ মহোদয়ের সভাপতিত্বে পিকেএসএফ ভবনে বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিভিন্ন প্রকল্প নাগরিক সেবায় উদ্ভাবিত তাদের বিভিন্ন উদ্যোগ বা উদ্ভাবনসমূহের বিষয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করেন এবং উদ্ভাবিত উদ্যোগ বা উদ্ভাবনসমূহের তথ্য অতিশীঘ্রই চিফ ইনোভেশন অফিসার বরাবর প্রেরণ করবেন বলে উল্লেখ করেন। সভায় উদ্ভাবিত উদ্যোগসমূহ ভবিষ্যতে সকলের কাছে তুলে ধরার জন্য ডকুমেন্টশন করার বিষয়েও সকলে একমত পোষণ করেন।

প্রশিক্ষণ

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ প্রান্তিকে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় সহযোগী সংস্থার মোট ৪২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দুরাবস্থার প্রেক্ষাপটে পিকেএসএফ-এর ব্যয়ে কৃচ্ছতাসাধনের লক্ষ্যে ০১ আগস্ট- ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ সময়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০% ব্যয়ের জন্য সরকারি পরিপত্রের আলোকে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে প্রতি মাসে দু'টি করে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ শাখার রিসোর্স পুলে অন্তর্ভুক্ত পিকেএসএফ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে ৩-৫ জুলাই ২০২২ তারিখে ১ম ব্যাচে ২২ জনকে The Art of Facilitation শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোর্সটিতে পিকেএসএফ-এর অভ্যন্তরীণ রিসোর্স পারসন ছাড়াও ফ্যাসিলিটেশনের জন্য অভিজ্ঞ বহি: রিসোর্স পারসন দ্বারা অধিবেশন পরিচালনা করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, পূর্ববর্তী যে কোনো সময়ের চেয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের ফ্যাসিলিটেশন স্কিল বেশ ভালো ছিল। কোর্সটির উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

সহযোগী সংস্থার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন

প্রশিক্ষণ শাখার দুই জন কর্মকর্তা আগস্ট ২০২২ তারিখে পিকেএসএফ-এর ৮টি সহযোগী সংস্থার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যকারিতা মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। প্রাক-অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় পরিদর্শনে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ ও মতামতসমূহ উপস্থাপন করা হয়। পর্যবেক্ষণসমূহের মধ্যে পিকেএসএফ কর্তৃক প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপনের মাধ্যমে ফ্যাকাল্টিভিত্তিক প্রশিক্ষণ মডেল বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ শাখা হতে সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য বিষয়ভিত্তিক টিওটি প্রদান, পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে উচ্চতর সফ্‌ট ও ফাংশনাল স্কিলভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন, অঞ্চলভিত্তিক সম-সাময়িক বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন, সহযোগী সংস্থার নিজস্ব প্রশিক্ষণ শাখা উন্নয়নে পলিসি, গাইডলাইন ও বাজেট প্রণয়নে সহায়তা করা এবং সহযোগী সংস্থার নিজস্ব রিসোর্স পুল উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করার বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য ছিল।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সফর: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ সময়ে দেশের বাইরে পিকেএসএফ-এর ৪ জন কর্মকর্তা Green Climate Fund (GCF), United Nations Framework Convention for Climate Change (UNFCC), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESDAP) এবং Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA) আয়োজিত সম্মেলন এবং কর্মশালায় প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, ০৩ জন কর্মকর্তা অনলাইনে দেশের বাইরে একটি ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেন।

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ সময়ে পিকেএসএফ-এর ৬৫৪ জন কর্মকর্তা (একজন কর্মকর্তা একাধিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন) ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এ্যান্ড ডিভেলাপমেন্ট, Japan International Cooperation Agency, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট, অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই), জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, Dhaka Chamber of Commerce and Industries, Daffodil International University (DIU), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট এবং ব্র্যাক সেন্টার ফর ডিভেলাপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/ সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম

পিকেএসএফ-এর ইন্টার্নশিপ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৫ জন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত National College of Home Economics-এর 'শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক' বিষয়ে অধ্যয়নরত একজন এবং ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস (ইউল্যাব)-এর 'গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা' বিভাগের দুইজন শিক্ষার্থী পিকেএসএফ-এ ইন্টার্নশিপ সম্পাদন করছেন।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৫,৬৫৭.৬৮ কোটি টাকা (টেবিল-২) ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪৯,১০৩.৫১ কোটি টাকা (টেবিল-১) এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৪২ ভাগ। নিচে জুন ২০২২ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ও ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল-১ : ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ ও ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

কর্মসূচি/প্রকল্প মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়) (জুন ২০২২ পর্যন্ত)	ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়) (৩০ জুন ২০২২ তারিখে)
জাগরণ	১৬৮৭৪.৩৫	২২৮৯.৫৪
অগ্রসর	৯২২৮.৯৯	২০২৭.৩৯
সুফলন	১১২৯৯.৬১	৫২২.৮৫
বুনিয়াদ	৩১৫৭.৩৭	৩৯২.৫৫
সাহস	১০১.৮৬	১.৪৪
কেজিএফ	১৩২৩.৬৫	৮৬.৫০
সমৃদ্ধি	১২২৩.৬৫	৩৯৮.৬৪
এলআরএল	১১০০.০০	৮৮৩.৬৪
লিফট	২৩৭.৭২	৬৫.৭৮
এসডিএল	৬৮.৩৫	১৪.৬২
আবাসন	১৪০.৫০	১২৬.১৪
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৩০৯.১৫	৩৯.৫৮
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ) প্রকল্প	**৪৫০৬৫.২০**	**৬৮৪৮.৬৫**
ইফরাপ	১১২.২৫	১.৩৭
এফএসপি	২৫.৮৮	০.০০
এলআরপি	৮০.৩৮	০.০৬
এমএফএমএসএফপি	৩৬১.৯৬	৯.০৯
এমএফটিএসপি	২৬০.২৩	০.২১
পিএলডিপি	৫৯.৩৯	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩.০২	৮.৭৫
এলআইসিএইচএসপি	১৭০.৮০	১২৪.২৬
অগ্রসর-এমডিপি	১২৯০.৮৭	৭৯৪.৩৩
অগ্রসর-এসইপি	৬৭৭.২০	৩৭২.৬৪
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৫৮৬.৩৪	৫১৪.৭৫
মোট (প্রকল্প)	**৪০৩৮.৩১**	**১৮২৫.৪৫**
সর্বমোট	**৮৯১০৩.৫১**	**৮৬৭৪.১১**

টেবিল-২: ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা-ঋণ গ্রহীতা)

ঋণ বিতরণ ২০২১-২০২২ অর্থবছর (কোটি টাকায়)

কার্যক্রম/প্রকল্পসমূহ	পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা (জুলাই '২১-জুন '২২)	সহ. সংস্থা-ঋণ গ্রহীতা (জুলাই '২১-মার্চ '২২)
জাগরণ	১২৭২.৫৫	২৮৩৮৮.২১
অগ্রসর	১২৩০.৬৫	২০৭৯০.৪৬
বুনিয়াদ	৩১০.১৫	৬৮৪.৯৫
সুফলন	৮৫৩.৭৫	৫৩৩০.৬৪
কেজিএফ	১৫৭.২০	৩১১.১৭
লিফট	২৮.৫০	১৫৯.৪৯
সমৃদ্ধি	১৯৭.৩৭	৬০৪.৪৫
এলআরএল	৫০৭.০০	৭১৭.৯৫
অগ্রসর-এমডিপি	২৯২.৫০	১০১৭.২০
অগ্রসর-এসইপি	১৬২.৫০	৩৬৩.৬৮
এলআইসিএইচএসপি	২১.৫৯	৭১.৭২
আবাসন	৯৯.৫০	৫৮.৪৩
অন্যান্য	৫২৪.৪২	১৭.১৮
মোট	**৫৬৫৭.৬৮**	**৫৮৫১৫.৫৪**

ঋণ বিতরণ (সহযোগী সংস্থা-ঋণ গ্রহীতা সদস্য)

২০২১-২০২২ অর্থবছরে (মার্চ ২০২২ পর্যন্ত) পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ৫৮,৫১৫.৫৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে বিতরণকৃত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণের পরিমাণ ৫,১৭,৫৮৩.৪৬ কোটি টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.০৬ ভাগ। মার্চ ২০২২-এ সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৪৯,৫০৭.৭২ কোটি টাকা। একই সময়ে, সদস্য সংখ্যা ১.৭১ কোটি, যার মধ্যে ৯০.৮৩ শতাংশই নারী।

Component-wise Loan Disbursement : PKSF to POs in FY 2021-22 (Up to Mar.'22) (Crore BDT)

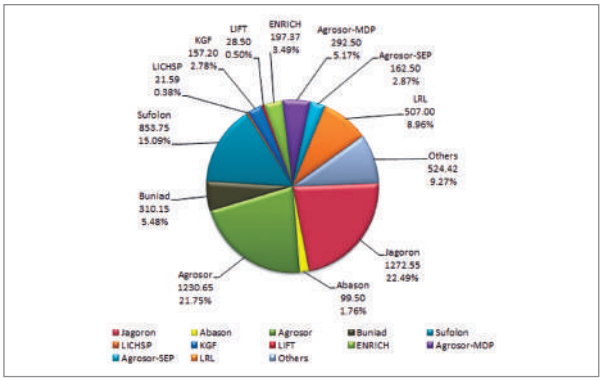

Component-wise Loan Disbursement : POs to Clients in FY 2021-22 (Up to March.'22) (Crore BDT)

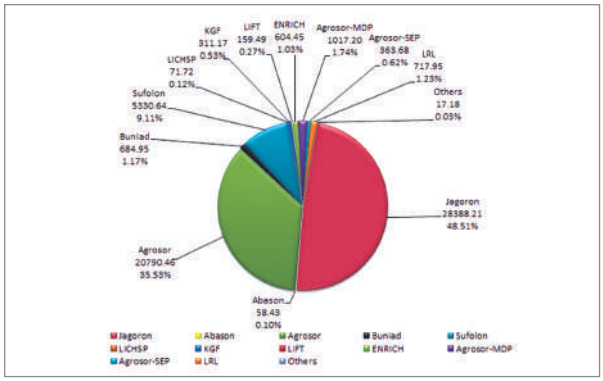

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় স্থাপিত জামদানি প্রদর্শনী কেন্দ্র উদ্বোধন

পিকেএসএফ পরিচালিত এসইপি প্রকল্পের ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত জামদানি পণ্য প্রদর্শন, বাজার সংযোগ স্থাপন ও বিক্রয়ে সহায়তা করার জন্য সহযোগী সংস্থা *সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র* কর্তৃক বাস্তবায়িত টেকসই জামদানি উপ-প্রকল্পের আওতায় 'টানাপোড়েন' নামে একটি জামদানি প্রদর্শনী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৪ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রদর্শনী কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জহির উদ্দিন আহম্মদ, প্রকল্প সমন্বয়কারী, এসইপি; সাইদা রোকসানা খান, নির্বাহী পরিচালক, সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র; এবং জামদানি গবেষক ও কারিগরবৃন্দ।

জামদানিকে বাংলাদেশের গর্ব হিসেবে উল্লেখ করে মাননীয় বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জানান, বাংলাদেশ সরকার সম্ভাব্য সকল উপায়ে জামদানি শিল্পীদের সহায়তা করছে। তিনি বলেন, "ক্রেতার ক্রয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে জামদানি কারিগরদের অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি ঘটবে। আমি আশা করি 'টানাপোড়েন' এই শিল্পকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।' বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ড. নমিতা হালদার এনডিসি বলেন, "আমি বিশ্বাস করি কারিগরেরা এই প্রকল্পের (এসইপি) মাধ্যমে সঠিক দাম পাবেন এবং স্বচ্ছলতা অর্জন করবেন।" তিনি আরও বলেন, "জামদানি শিল্পের প্রসারের পাশাপাশি এর কারণে পরিবেশের ওপর যেন বিরূপ প্রভাব না পড়ে সেটি নিশ্চিত করতেও এসইপি কাজ করছে।"

সহযোগী সংস্থার ভবিষ্যত নেতৃত্ব বিকাশে বিশেষ প্রশিক্ষণ

কালের পরিক্রমায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসছে এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে সংস্থাসমূহের মূল উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকদের স্থানে পরবর্তী প্রজন্মের কর্মকর্তাদের দায়িত্বভার গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং এ কর্মকর্তাদের সক্ষমতা একটি বড় চ্যালেঞ্জিং বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থার দ্বিতীয় প্রজন্মের কর্মকর্তাদের জন্য ১৯-২১ জুলাই ২০২২ তারিখে ২৫টি সহযোগী সংস্থার নেতৃত্বে আসার সম্ভাবনা আছে এমন ২৫জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে Executive Leadership Training শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের ১ম ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং গ্রীন ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ড. গোলাম সামদানী ফকির রিসোর্স পারসন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি উপস্থিত ছিলেন।

বুক পোস্ট

পিকেএসএফ পরিক্রমা

উপদেশক : ড. নমিতা হালদার এনডিসি
ড. তাপস কুমার বিশ্বাস

সম্পাদনা পর্ষদ : মোঃ মাহফুজুল ইসলাম শামীম, সুহাস শংকর চৌধুরী
মাসুম আল জাকী, সাবরীনা সুলতানা